দ্বিতীয় প্রবাস - ২২

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

পঁচিশে অক্টোবর যখন ঘুম ভাংলো বাসার অধিকাংশ লোক তখনো জাগেনি। জানালার সাটার খুলতেই একরাশ ঝলমল রৌদ্র যেন ঘরের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। সুর্য তখন পুব আকাশের দিগন্ত রেখার বেশ উপরে অবস্থান করছে। Balcony র দরজা খুলতেই ঝিরঝির শীতল সুবাতাস গায়ে শান্তির পরশ বুলিয়ে গেল আর fall এর সুর্যকরোজ্জল নির্মেঘ, নীল আকাশ স্বাগত জানালো। ঈদের দিন থেকে আকাশের যে বিষন্নতা দেখে আসছিলাম আজ তা পুরোপুরি অন্তর্হিত। বাসার পেছনের খোলা জায়গাটি বেশ ক'দিন পর আজকে আবার হরিন আর কাঠবেড়ালীদের উচ্ছল অসংকোচ পদচারণা আর হরেক রকম রং বেরংয়ের পাখীদের কূজনে মুখর। এই আলো ঝলমল দিন, এই সুবাতাস, প্রকৃতির সন্তান এই হরিণ, কাঠবেড়ালি, এবং পাখীদের মচ্ছবের মাধ্যমে বিধাতা পুরুষ যেন আমাকে বলতে চাইছেন আজ 'আনন্দধারা বহিছে ভূবনে।' আকাশ যেন বলছে 'মাভৈ, তোমাদের কানেটিকাট যাত্রা বৃষ্টিবিঘ্নিত হবেনা।'

আগের রাতেই আমাদের দু গাড়ীর চালক তারেক এবং সাইদের পরামর্শ অনুযায়ী ঠিক করা হয়েছিল যে সকালে নাস্তার বদলে একটু দেরী করে আমরা সবাই ব্রাত্র করবো এবং বারোটার মধ্যে মিডলটাউনের পথে রওয়ানা হয়ে যাব। এতে করে আমরা ভোরের peak hour traffic এড়াতে পারবো এবং বেলা তিনটের মধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারবো। আগেই বলেছি যে আমাদের পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের থাকার জন্য সোনিয়া বেশ কিছুদিন আগেই মিডলটাউনের Resident Inn Marriott এ বেশ কয়েকটি suite এর বুকিং দিয়ে রেখেছে। নির্ধারিত ফ্লাইট delayed না হলে মিশিগান থেকে সোনিয়া-নোমান ও তাদের দুই সন্তান জিবরান আর মিঢ়েয়ার আজকে দু'টোর মধ্যেই Marriott Inn পৌঁছে যাবার কথা। বিয়ে সংক্রান্ত official formalities সারার জন্য শেরিফকে একদিন আগেই মিডলটাউন চলে গেছে। প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে সেও প্রায় একই সময়ে তার বোন এবং ভগ্নিপতির ওখানে পৌঁছাবে। আমরা চাচ্ছিনা ভাই-বোন ওখানে বসে বসে bored হোক। তাই সবাইকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বলা হোল।

বেলা এগারোটার মধ্যে তারেক গাড়ি নিয়ে ওদের প্রিন্সটনের এপার্টমেন্ট থেকে আমাদের বাসায় চলে আসার কথা। আসার আধঘন্টার মধ্যে গাড়ীতে মালপত্র তুলে বারোটার মধ্যে রওয়ানা হতে কোনরকম অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু আমরা সবাই যাবার জন্য তৈরি হয়ে গেলেও তারেক সময়মত আসতে পারলো না; জানা গেল ওর ওয়ালেট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা আর সেই সাথে ওয়ালেটে রাখা ড্রাইভিং লাইসেন্স ও। তারেক জানালো হারানো ওয়ালেট খুঁজে পাওয়া মাত্রই ও রওয়ানা হয়ে যাবে। বিনা লাইসেন্সে এত লোকজন এবং জিনিষত্র নিয়ে দুরপাল্লার রাস্তায় গাড়ী চালানোর risk আমি কখনোই নেবোনা। আর অস্ট্রেলিয়ায় রাস্তার বা দিক দিয়ে ড্রাইভিং করে অভ্যস্ত আমি আমেরিকায় রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ী চালাতে খুব স্বস্তি বোধ করিনা। উপায় না থাকলেতো চালাতেই হবে, তবে আপাততঃ তারেকের জন্য কিছুক্ষন দেরী করাই বেশী যুক্তিযুক্ত মনে হোল।

আমাদের ভাগ্য ভাল, অল্প সময়ের মধ্যেই হারানো ওয়ালেট খুঁজে পাওয়া গেল। গাড়ী নিয়ে তারেক যখন আমাদের বাসায় এলো ঘড়িতে তখন সাড়ে এগারোটা। ওর ব্রাত্র শেষ হলে দু'গাড়ীতে গাড়ীতে মালপত্র ভরে আমরা যখন পথে নামলাম তখন ঘড়িতে বারোটা বেজে বিশ মিনিট। মিডলটাউন আমাদের বাসা থেকে প্রায় ১৪০ মাইলের পথ।

ওখানে যেতে প্রথম আমাদেরকে নিউ জার্সি টার্নপাইক নর্থ ধরে ৩৫ মাইল গিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন ব্রীজ পার হতে হবে। এরপর আমেরিকান ফেডারেল হাইওয়ে আই-৯৫ নর্থ ধরে প্রায় ৭৫ মাইল গিয়ে আমাদের একজিট ৪৬ নিয়ে ফেডারেল হাইওয়ে আই-৯১ তে উঠতে হবে। এই রাস্তা ধরে ২০ মাইল গেলেই আমরা আমাদের ঈপ্সিত গন্তব্যে পৌঁছাবো।

কিন্তু রাস্তায় নেমে দেরীতে যাত্রা শুরু করার অস্বস্তিটা কেটে গেল; নিউ জার্সি টার্নপাইকে আজ একেবারেই ভীড় নেই। তারেক এবং সাইদ খুবই ভালো ড্রাইভার আর আমাদের দু'টি SUV ই মোটামুটি নুতন; কোন অঘটন না ঘটলে তিনটে - সোয়া তিনটে নাগাদ আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারার কোন কারণ নেই। টার্নপাইক বা আই-৯৫ এ ড্রাইভ করার নির্ধারিত গতিবেগ ঘন্টায় ৬৫ মাইল। সাধারণ হিসেবে ১৪০ মাইল দুরত্ব অতিক্রম করতে কিছুতেই আড়াই ঘন্টার চেয়ে বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত যানজটের কারণে অধিকাংশ সময়ে এই পথটুকু যেতে এর চেয়ে অনেক বেশী সময় লেগে যায়। নিউ জার্সি টার্নপাইক নর্থ এবং ফেডারেল হাইওয়ে আই-৯৫ নর্থ আমেরিকার দক্ষিনের স্টেটগুলোকে সাথে উত্তরের স্টেটগুলোর সংযোগকারী প্রধানতম সড়ক হওয়ার সুবাদে বছরের প্রতিদিন প্রায় সারাক্ষনই ব্যস্ত থাকে। প্রতিদিন গড়ে তিনলক্ষ গাড়ী বহন করতে সক্ষম হয়েওচৌদ্দ লেন বিশিষ্ট দ্বিতল সেতু জর্জ ওয়াশিংটন ব্রীজ প্রায় সময়ই এই বিশাল যানবাহন প্রবাহ সামাল দিতে পারে না। সেতুতে ওঠার মুখে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা পায় নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার। সকাল এবং বিকালের peak সময় এবং উইক এন্ড কিংবা ছুটির দিনে স্বাভাবিক কারণেই অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশী ভীড় থাকে। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে আমরা এক শনিবারের সকালে মিডলটাউনে এসেছিলাম; সেদিন এই সেতুতে উঠতেই আমাদেরকে প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমাদের দু'গাড়ীর একটিতে তারেক, আমি, নাসিম এবং নাসরীন। গাড়ীর পিছনের সারির সিট গুটিয়ে সেখানে বিয়ের যাবতীয় মালপত্র, আমাদের কাপড়-চোপড় এবং খাবার সামগ্রী রাখা হয়েছে। অন্য গাড়ীতে সাইদ, রাকিম এবং রাশেদেরা চারজন। এ গাড়ীতেও অবশ্য কিছু মালপত্র রাখতে হয়েছে। আমাদের তারেকের হয়েছে মুশকিল। এমনিতেই বেচারা খুব স্বল্পভাষী, ওর বৌ মাহারীন সঙ্গে থাকলে তাও মাঝে সাঝে ওর অনুচ্চ কণ্ঠস্বর কানে আসে। আজ একেতো মাহারীন সাথে নেই অন্যদিকে তার গাড়ীর তিন যাত্রী যথাক্রমে বড় খালুশ্বশুর আর দুই (বড় এবং সেজ) খালুশ্বাশুরী! এ যেন একেবারে 'হংস মধ্যে বক যথা' অবস্থা। চুপ করে থাকতে থাকতে ও পাছে ঘুমিয়ে পড়ে এই ভয়ে আমি মাঝে সাঝে আলাপ-সালাপ চালিয়ে যাবার প্রয়াস পাচ্ছি। তবে দু'জনের মধ্যে জেনারেশন গ্যাপের ব্যবধানের কারণে সে আলাপ খুব জমছে না। গাড়ীর পেছনের সীটে অবশ্য দুইবোনের চুটিয়ে গল্প চলছে। নাসরীনের মন খুব খারাপ; ওর স্বামী UNHCR এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রিজওয়ান উল্লাহ - আমদের প্রিয় কাজল - ছুটির ঝামেলায় বিয়েতে আসতে পারছেনা। অথচ ওর খুবই আসার ইচ্ছা ছিল। মাত্র কয়েকদিন আগে ওরা ইসলামাবাদ থেকে বদলী হয়ে রোমে এসেছে; ওর নুতন বস তাই ওকে ছুটি দিতে চাচ্ছেনা। ঠিক এসময় আমার সেলফোন বেজে উঠলো 'হ্যালো দুলাভাই, রোম থেকে কাজল বলছি, আমি আজ রাতে নিউইয়র্ক পৌঁছাচ্ছি; কাল সকালে ইনশাল্লাহ মিডলটাউন পৌছে যাব'। নাসরীনের আনন্দ আর দেখে কে, ও পারে তো আমার কাছ থেকে সেলফোন ছিনিয়ে নেয় আর কি। যাই হোক, ওর টেলিফোন শেষ হতেই আমাদের স্বল্প এবং মৃদুভাষী জামাই তার 'সেজ খালুশ্বশুরের গভীর পত্নী প্রেম' নিয়ে অনুচ্চ স্বরে কি যেন একটা ফোড়ন কেটে উঠলো। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে নাসরিনের অভিযোগ 'দেখলেন দুলাভাই, আজকালকার জামাইরা কেমন বেয়াদব; এরা খালাশ্বাশুরীর মত কে মুরুব্বিকে নিয়েও কি সব কথা বলে।' তবে সে অভিযোগ কতটা রাগের আর কতটা প্রশ্রয়, আদর আর অনুরাগের সেটাই প্রশ্ন।

নানা রকম গল্প গুজবের মধ্য দিয়ে আমরা তিনটে বাজার কিছুক্ষন পরেই মিডলটাউনে আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা Marriott Inn এ পৌঁছে গেলাম। গন্তব্যে পৌঁছার মিনিট দশ পনেরো আগে নোমান সেলফোনে জানালো যে ওরা আমাদের পক্ষে চেক ইন করে আমাদের suite এর চাবি নিয়ে রেখেছে। আমাদের পৌঁছার সময় জানার ফলে ওরা কারপার্কে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কাজেই আমাদের আর কোন ঝামেলা পোহাতে হলোনা; গাড়ি থেকে নেমে মালপত্র নামিয়ে আমরা সরাসরি আমাদের suite এ ঢুকে গেলাম।

গাড়ীর মালপত্র নামিয়ে গোছগাছ করতে বেশ সময় লাগলো। এর মধ্যে সাইদ আর রাকিম আমাদের Inn এর কাছাকাছি এক আরবী দোকান থেকে আমাদের এই 'অগ্রবর্তী বাহিনীর' সদস্যদের জন্য কিছু হাল্কা নাস্তা আর এক ভারতীয় দোকান থেকে কিছু পান এবং পান-মশলা কিনে নিয়ে এল। সাইদ আবার খুব পানভক্ত, পান না থাকলে ওর খাওয়াই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দেশি কায়দায় ভাগ্নের বিয়ে হবে আর তার মধ্যে পান থাকবে না এ কি হয়? এর মধ্যে সোনিয়া আর তার মামী তাতন মিলে সবার জন্য চা-নাস্তার আয়োজন করে ফেলেছে। দীর্ঘ পথ যাত্রার পর আসলেই চা'টা খুব জরুরী ছিল।

আমরা সবাই মিলে যখন চা-নাস্তার সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত, ঠিক সে সময় কন্যাপক্ষ থেকে সাবাহর ভাই এরফানের টেলিফোন - সে তার মামাকে নিয়ে আমাদের সাথে একটু দেখা করতে চায়। আমাদের অনুমতি পেলে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সে Marriott Inn এ চলে আসবে। সত্যি বলতে কি আমি একটু অবাকই হলাম। আমার মনটা একটু 'কূ' গেয়ে উঠলো - কোন ঝামেলা টামেলা হয়নি তো। বাংলাদেশেতো বিয়ের এক-আধদিন আগে অনেক সময় দুই-পক্ষের মধ্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার যেমন অতিথির সংখ্যা, গেট ধরা, কাবিন নামার নির্ধারিত টাকার পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে মহা ঝামেলা বেঁধে যায়। কিন্তু আমাদের তো এ ধরণের কোন ঝামেলা হওয়ার কথা নয়; সবকিছুই তো আগের থেকে ঠিক করা আছে। যাই হোক, ওরা না আসা পর্যন্ত একটু উদ্বিগ্ন সময়ই কাটলো।

কিন্তু ওরা যখন এলো তখন আমাদের অবাক হওয়ার পালা। ওদের দু'গাড়ী ভর্তি ফুল, সিঙ্গারা, কাবাব, চকোলেট, ফল, মিস্টি পানীয় এবং চা ভর্তি একগাদা সুসজ্জিত বাঁশের ঝুড়ি। প্রতিটি ঝুড়িতে অত্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরে বিয়েতে আগত বরপক্ষের এক একটি পরিবারের নাম লিখা। ওদের পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বরপক্ষের লোকদের স্বাগত জানানোর এটাই নাকি রীতি। মোটামুটি শুদ্ধ বানানে লিখা এই সব নামধাম ওরা পেলো কোথায়? হঠাৎ মনে হলো ২৮ তারিখে সেন্ট ক্লেমেন্টস ক্যাসলে অনুষ্ঠিতব্য বিয়ের ডিনারে সিটিং প্ল্যান করার কথা বলে ওরা আমার কাছ থেকেই আমাদের পক্ষের নিমন্ত্রিত অতিথিদের নামের তালিকা চেয়ে নিয়েছিল।

ঝুড়িতে আরো রয়েছে ২৭, ২৮ এবং ২৯ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিতব্য তিনটি অনুষ্ঠানের venue গুলিতে আমাদের Inn থেকে কি ভাবে যেতে হবে তার রোড ম্যাপ আর সেই সাথে কনের ভাই ইরফান ও বোন ফারাহর মোবাইল ফোন নাম্বার। যেহেতু আমরা এবং আমাদের পক্ষের লোকেরা এই শহরে নুতন, আমাদের সুবিধের জন্য ওরা ইন্টারনেটের Map Quest সাইট থেকে এই ম্যাপগুলো ডাউনলোড করে প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি করে কপি করে দিয়েছে। আর ইরফান ও ফারাহ যেহেতু মিডলটাউনে বাস করে কেউ পথ হারিয়ে ওদেরকে ফোন করলে ওরা পথ নির্দেশ দিতে পারবে। পুরো ব্যাপারটা আমাদেরকে সত্যি খুব আলোড়িত করলো। বিয়ে তো শুধু দু'জন মানুষের গাঁটছড়া বন্ধন নয়, এটা তো দু'টি পরিবারের মেলবন্ধন। সে মেলবন্ধনের শুরুতে এই স্বাগত আবাহন সত্যি আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। **(চলবে)**

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)